খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ,২০২৪' এর ধারা ২৫(ক)(২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ৫ম সভার কার্যবিরবণীঃ

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায় ঃ জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান ঃ শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ ঃ ২৮/০৫/২০২৫খ্রি. বুধবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কেসিসি'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১	জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১
২	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২
৩	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	৩
৪	জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস	নিরাপত্তা সুপারভাইজার	৪
৫	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৫
৬	জনাব গাজী সালাউদ্দিন	এস্টেট অফিসার	৬
৭	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭
৮	জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা	স্টোর সুপার	৮
৯	জনাব এফ এম ফয়সাল	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৯

(চলমান)

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১০	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০
১১	জনাব আসমাউল হুসনা	ড্রাফ্টসম্যান	১১
১২	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	সহকারী কঞ্জারভেন্সি অফিসার	১২
১৩	মিসেস কাজল রানী দাস	এষ্টিমেটর	১৩
১৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার	১৪
১৫	জনাব আব্দুল মাজেদ মোল্লা	জনসংযোগ কর্মকর্তা ও কালেক্টর অব ট্যাক্সেস	১৫
১৬	জনাব আবির-উল-জব্বার	চীফ প্লানিং অফিসার	১৬
১৭	ডা: শরীফ শাম্মী উল ইসলাম	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)	১৭
১৮	জনাব মোঃ নাজমুল হক	সুপারিনটেনডেন্ট (এ্যাসেসমেন্ট)	১৯
১৯	জনাব সেলিমুল আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	২০
২০	জনাব মুহ: ইমরান হোসেন	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অডিট)	২১
২১	জনাব প্রণব কুমার ঘোষ	এ্যাসেসর	২২
২২	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	ভেটেরিনারি সার্জন	২৩
২৩	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান	রাজস্ব কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা	২৫
২৪	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৬
২৫	জনাব অমিত কান্তি ঘোষ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৭
২৬	জনাব এস, এম আব্দুল ওয়াদুদ	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব)	২৮
২৭	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	চীফ এ্যাসেসর	২৯
২৮	জনাব সেলিমুল আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৩০
২৯	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	চীফ এ্যাসেসর	৩১

সভায় উপস্থিত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

১	অতিরিক্ত/যুগ্মকমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর পক্ষে প্রতিনিধি। (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	৭	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা
২	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	৮	তত্ত্বাবধায়ক/নির্বাহী প্রকৌশলী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে
৩	সদস্য, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত) জনাব কাজী মোঃ সাবিরুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী	৯	প্রতিনিধি ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা
৪	সদস্য, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত) পক্ষে সিএসও	১০	প্রতিনিধি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), খুলনা
৫	মহাব্যবস্থাপক বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), খুলনা	১১	উপপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা, খুলনা এর পক্ষে প্রতিনিধি।
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে	১২	উপপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা এর পক্ষে প্রতিনিধি।

সভার শুরুতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার অগ্রিম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অত:পর তিনি অত্র সভার এজেন্ডাসমূহের একই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির মতামত প্রদান না করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। সামগ্রিক বিষয়ে একটা Standard way- তে সভা পরিচালনা করার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে নির্দিষ্ট এজেন্ডা অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ। (উক্ত কার্যবিবরণীর ১০নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি'র আলোচনায় ১১তম লাইনের শেষাংশে ৩,৪০,০০০/-(তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ২,৪০,০০০/-(দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা সংশোধন হবে)।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, গত ২৫/০৩/২০২৫খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী বোর্ডে সকলের সামনে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীর ১৪ পৃষ্ঠায় ১০নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার এর বক্তব্যে ১৬০০০ বর্গফুটের পরিবর্তে ১৬০০ বর্গফুট হবে এবং তার বক্তব্যের শেষাংশে ৩,৪০,০০০/-(তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ২,৪০,০০০/-(দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা সংশোধন হবে এবং উক্ত কার্যবিবরণীর ১৭ পৃষ্ঠায় ১৩নং আলোচ্যসূচিতে এবং আলোচনা অংশে জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) ও প্রধান প্রকৌশলী জনাব মশিউজ্জামান খান এর বক্তব্যে এবং সিদ্ধান্তে টাকার অংক কথায় লেখার স্থলে "কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার" এর পরিবর্তে "দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার" হবে মর্মে সংশোধন পূর্বক অত্র কার্যবিবরণীর ১নং আলোচ্যসূচির বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। **প্রশাসক** বিগত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীর বর্ণিতাংশে ভুল সংশোধন পূর্বক উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীর ১৪ পৃষ্ঠায় ১০নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার এর বক্তব্যে ১৬০০০ বর্গফুটের পরিবর্তে ১৬০০ বর্গফুট হবে এবং তার বক্তব্যের শেষাংশে ৩,৪০,০০০/-(তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ২,৪০,০০০/-(দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা সংশোধন হবে এবং উক্ত কার্যবিবরণীর ১৭ পৃষ্ঠায় ১৩নং আলোচ্যসূচিতে এবং আলোচনা অংশে জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) ও প্রধান প্রকৌশলী জনাব মশিউজ্জামান খান এর বক্তব্যে এবং সিদ্ধান্তে টাকার অংক কথায় লেখার স্থলে "কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার" এর পরিবর্তে "দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার" হবে মর্মে সংশোধন পূর্বক অত্র কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। "Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City" প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (প্রস্তাবিত নাম: Leveraging Flood Protection for Resilience Khulna City).	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি "Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City" প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি এ বিষয়ে চিফ প্লানিং অফিসারকে বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার,** কেসিসি বলেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অনুসন্ধান কমিটিতে গত ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে এ প্রকল্পটি উপথাপন হয়। মূল প্রকল্পের নাম ছিল " Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City." নেদারল্যান্ড সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। উক্ত অনুসন্ধান কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রকল্পের শিরোনামে পূণর্বিন্যাস করে বৈদেশিক অনুসন্ধান কমিটির পরবর্তী সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপন করা হবে। তারা কেসিসি থেকে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে দাখিল করার প্রস্তাব করেছে। ইতোমধ্যে সেখানে তিনি প্রকল্পের একটি নাম প্রস্তাব করেছেন, সেটা হলো "Leveraging Flood Protection for Resilience Khulna City)" **লেঃ কঃ এস এম আফজানুল ইসলাম, সদস্য, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ,** খুলনা বলেন, প্রকল্পটির নতুন নাম "Sustainable Flood Protection for Resilience Khulna City" দেয়া যেতে পারে। **প্রশাসক** বলেন, Resilience ও Leverage শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। Resilience শব্দটি উন্নত বিশ্বে প্রকল্প বিষয়ে জুড়ে দেয়। যেকোন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে বাঁধ এ্যাফেক্টেড বা যে. কোন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এ শব্দটি প্রযোজ্য। তাই Resilience শব্দটি বাদ দেয়ার কোন সুযোগ নাই। এ শব্দটি রেখে অন্য কোন শব্দ পরিবর্তন করা যেতে পারে। Leverage শব্দটি বাদ দিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড শব্দ দেয়া যায়। চীফ সিকিউরিটি অফিসারের প্রস্তাবিত প্রকল্পের নতুন নাম "Sustainable Flood Protection for Resilience Khulna City" দেয়া যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে "Water as Leverage Natural Drainage solution for Khulna City" প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে প্রকল্পের নতুন নাম "Sustainable Flood Protection for Resilience Khulna City" নামে নামকরণ পূর্বক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অনুসন্ধান কমিটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩। SCIP Plastic Project এর আওতায় 'Money for Plastic Waste' শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি SCIP Plastic Project এর আওতায় 'Money for Plastic Waste' শীর্ষক প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য চিফ প্লানিং অফিসারকে অনুরোধ জানান। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার**, কেসিসি বলেন, কুয়েট ও জার্মানীর ভাওস ইউনিভার্সিটি এবং কেসিসির যৌথ উদ্যোগে SCIP Plastic Project এর কার্যক্রম চলমান আছে। রি-সাইকেলের উপর ছয় মাসের একটা পাইলট স্টাডি করা হয়েছিল। প্লাস্টিক ওয়েস্ট রি-সাইকেল করে কিভাবে কেসিসি'র একটা ব্যবসার মডেল হতে পারে তার উপর জার্মান থেকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যে, কেডিএ'র মাস্টার প্লানে "রি-সাইকেল জোন" হিসেবে ঘোষণা করলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ফিজিবিলিটি ও অন্যান্য স্টাডি সেখান থেকে করা যেতে পারে। **জনাব কাজী মোঃ সাবিরুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী,** কেডিএ সভাকে জানান যে, তাদের মাস্টার প্লানে "রি-সাইকেল জোন" ঘোষণা করা হবে। **প্রশাসক** জার্মান প্রস্তাবের কারণে SCIP Plastic Project এর কার্যক্রমে মাস্টার প্লানে "রি-সাইকেল জোন" ঘোষণা করা হবে মর্মে আশ্বাস পাওয়ায় কেডিএ-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে SCIP Plastic Project এর আওতায় 'Money for Plastic Waste' শীর্ষক প্রতিবেদনের কম্পোনেন্টের খুলনা শহরের মাস্টার প্লানে "রি-সাইকেল জোন" ঘোষণা করার জন্য কেডিএ ও কেসিসি যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের জামানতের অর্থ সাধারণ তহবিল হতে পরিশোধ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি, জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের জামানতের অর্থ সাধারণ তহবিল হতে পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য কেসিসির চীফ প্লানিং অফিসারকে অনুরোধ জানান। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার,** কেসিসি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পে ৩(তিন) কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কম রেটে দরপত্র পড়ায় উক্ত প্রকল্পে ১৫(পনের) লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল, যা দিয়ে ফুটপাত নির্মাণ ও শরীর চর্চার জন্য দুইটা জিমনেসিয়াম (ওপেন জিম) তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত DPP প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালা সংশোধন-২০২৪ অনুমোদন হয়। এই নীতিমালা অনুসারে এখন আর সংশোধন করা সম্ভব নয় বলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। ঠিকাদার ইতিমধ্যে পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করেছেন বিধায় তার বিল পরিশোধ করা বাঞ্চনীয় মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার,** কেসিসি বলেন, জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডে অর্থ বরাদ্দ ছিল না, অনেক চেষ্টার পর ফান্ড সংগ্রহ করা হয়েছিল। উক্ত ফান্ডে যা টাকা ছিল তা থেকে একজন ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল ও জামানতের আংশিক টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ ফান্ডে আর টাকা নাই। জেনারেল ফান্ডের উপর চাপ পড়ে যাচ্ছে। গত কোয়াটারে (জানুঃ-মার্চ) ৬৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান কোয়াটারে মাত্র ১৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ঠিকাদার সম্পন্ন করেছেন বিধায় মানবিক বিষয় বিবেচনা করে সাধারণ তহবিল হতে ঠিকাদারের বকেয়া জামানতের বিল পরিশোধ করা উচিত।

(চলমান)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রশাসক জেনারেল ফান্ডের চাপ পড়ছে বিধায় উক্ত ফান্ড থেকে উন্নয়ন খাতে খরচের বিষয়টি এড়িয়ে চলতে হবে। তাছাড়া উন্নয়ন খাতে জেনারেল ফান্ড থেকে খরচ করলে অডিট আপত্তি আসতে পারে। তাই পূর্ত কাজের বিষয়ে ও অর্থনৈতিক বিষয়ে জেনারেল ফান্ড থেকে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের জামানতের বকেয়া অর্থ খরচ সম্পর্কে প্রধান প্রকৌশলী, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার ও প্রকল্পের পিডি কেসিসি'র চিফ প্লানিং অফিসার এই তিনজনের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে দেয়া যেতে পারে। গঠিত ঐ কমিটি যে মতামত দিবে সেই আলোকে জেনারেল ফান্ড থেকে উক্ত খাতে খরচের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ত কাজ সম্পর্কে ও অর্থনৈতিক বিষয়ে জেনারেল ফান্ড থেকে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের জামানতের বকেয়া অর্থ খরচের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার ও প্রকল্পের পিডি কেসিসি'র চিফ প্লানিং অফিসার এই তিনজনের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গঠিত উক্ত কমিটি যে মতামত দিবে সেই আলোকে জেনারেল ফান্ড থেকে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের জামানতের বকেয়া অর্থ পরিশোধের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। ট্রেড লাইসেন্স মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের জন্য এ্যাফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জমা প্রদান পূর্বক পরিবর্তন ফিস ২০০/-(দুইশত) টাকার পরিবর্তে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি, ট্রেড লাইসেন্স মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের জন্য এ্যাফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জমা প্রদান পূর্বক পরিবর্তন ফিস ২০০/-(দুইশত) টাকার পরিবর্তে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, বর্তমানে ব্যবসায়ীদের মাঝে ট্রেড লাইসেন্স হারিয়ে ফেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত ফি বৃদ্ধি করা দরকার। তাছাড়া এটা সহজলভ্য করলে ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স বারবার হারিয়ে যাবে এবং কাজে বিঘ্ন ঘটবে। **জনাব মনিরুল ইসলাম, বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিনিধি,** খুলনা বলেন, এই ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ'র ৩০০/-(তিনশত) টাকা ফি ধার্য্য ছিল, যা ১০০/-(একশত) টাকা বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৪০০/-(চারশত) টাকা পুন: নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কেসিসির ট্রেড লাইসেন্স ফিস ১০০/-(একশত) টাকা থেকে ২০০/-(দুইশত) টাকা বাড়ানো যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা, ষ্টোর সুপার,** কেসিসি বলেন, ট্রেড লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে যে কোন পরিবর্তন ফিস্ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা এবং হারিয়ে গেলে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ফিস্ ধার্য করার প্রস্তাব করেন। **প্রশাসক** ট্রেড লাইসেন্স এর মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা এবং হারিয়ে যাওয়া লাইসেন্স পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ধার্য্য করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব করায় সভায় উপস্থিত সকলে উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ট্রেড লাইসেন্স এর মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের জন্য এফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জমা প্রদান পূর্বক ফিস্ ২০০/-(দুইশত) টাকার পরিবর্তে ৫০০/-পাঁচশত) টাকা এবং হারিয়ে যাওয়া লাইসেন্স পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ফিস্ পুনঃ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। ট্রেড লাইসেন্স মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের জন্য এ্যাফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জমা প্রদান পূর্বক পরিবর্তন ফিস ২০০/-(দুইশত) টাকার পরিবর্তে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি, ট্রেড লাইসেন্স মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের জন্য এ্যাফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জমা প্রদান পূর্বক পরিবর্তন ফিস ২০০/-(দুইশত) টাকার পরিবর্তে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার,** কেসিসি বলেন, বর্তমানে ব্যবসায়ীদের মাঝে ট্রেড লাইসেন্স হারিয়ে ফেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত ফি বৃদ্ধি করা দরকার। তাছাড়া এটা সহজলভ্য করলে ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স বারবার হারিয়ে যাবে এবং কাজে বিঘ্ন ঘটবে। **জনাব মনিরুল ইসলাম, বিআইডব্লিউটিএ'র প্রতিনিধি,** খুলনা বলেন, এই ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ'র ৩০০/-(তিনশত) টাকা ফি ধার্য্য ছিল, যা ১০০/-(একশত) টাকা বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৪০০/-(চারশত) টাকা পুন: নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কেসিসির ট্রেড লাইসেন্স ফিস ১০০/-(একশত) টাকা থেকে ২০০/-(দুইশত) টাকা বাড়ানো যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা, ষ্টোর সুপার,** কেসিসি বলেন, ট্রেড লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে যে কোন পরিবর্তন ফিস্ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা এবং হারিয়ে গেলে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ফিস্ ধার্য করার প্রস্তাব করেন। **প্রশাসক** ট্রেড লাইসেন্স এর মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা এবং হারিয়ে যাওয়া লাইসেন্স পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ধার্য্য করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব করায় সভায় উপস্থিত সকলে উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ট্রেড লাইসেন্স এর মালিকানা পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ও ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন করে লাইসেন্স সংশোধন পূর্বক পুন: নবায়নের জন্য এফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জমা প্রদান পূর্বক ফিস্ ২০০/-(দুইশত) টাকার পরিবর্তে ৫০০/-পাঁচশত) টাকা এবং হারিয়ে যাওয়া লাইসেন্স পুন: নবায়নের ক্ষেত্রে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ফিস্ পুনঃ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। প্রতি বছরের ন্যায় আসন্ন "পবিত্র ঈদ উল-আযহা-২০২৫" এ নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি, প্রতি বছরের ন্যায় আসন্ন "পবিত্র ঈদ উল-আযহা-২০২৫" এ নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, কয়েক বছর যাবৎ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১ টি ওয়ার্ডে নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই করা হয়। গত বছর কোরবানির পশু জবাই এর স্থানে ব্যবহারের জন্য চাটাই, পলিথিন ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ওয়ার্ড প্রতি ৬/৭ হাজার টাকা এবং ৩১ টি ওয়ার্ডে মাইকে প্রচারনার জন্য ৩০,০০০/-টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তিনি এবার প্রচার খাতে ১,০০০/- টাকা বাড়িয়ে ৩১,০০০/- টাকা ধার্য্য করার মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এষ্টেট অফিসার** বলেন, ইতিপূর্বে কেসিসি এলাকায় কোরবানির পশু জবাই এর জন্য ৩১ টি ওয়ার্ডে ৪১ টি স্পট নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং উক্ত কাজে ওয়ার্ড প্রতি ৬,০০০-৬,৫০০/- টাকা বরাদ্দ ছিল এবং প্রচার বাবদ ৩১ টি ওয়ার্ডের জন্য ৩০,০০০/- টাকা ধার্য্য ছিল। এবারও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হলে প্রচারনা বাবদ ওয়ার্ড প্রতি ১,০০০/- টাকা হারে ৩১ টি ওয়ার্ডের জন্য মোট ৩১,০০০/- টাকা ধার্য্য করার বিষয়ে মতব্যক্ত করেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে এবার প্রচার পত্র বিলি করতে হবে। **প্রশাসক** বলেন, পশু কোরবানির জন্য স্থান নির্ধারিত থাকবে। ওয়ার্ড প্রতি পূর্বের নির্ধারিত ব্যয় ঠিক থাকবে। কেন্দ্রীয়ভাবে ৩১ টি ওয়ার্ডে মাইকিং বাবদ ৩১,০০০/- টাকা বরাদ্দ থাকবে এবং এর সাথে সমগ্র কর্পোরেশন এলাকায় পুরো শহরে মাইকিং করার জন্য ৫,০০০/- টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হবে। এ ব্যাপারে সকলেই সম্মতি প্রদান করেন। এছাড়াও কোরবানির বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে ৩১টি ওয়ার্ডে ৩১টি ট্রাক বরাদ্দ থাকবে এবং বিকালের মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে। ঈদের পরের দিন যদি খবরের কাগজে হেড লাইন হয় তবে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রতিবাদ জানানো হবে যে, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া সত্বেও নগরবাসী এ সেবা গ্রহণ করে নাই। কোরবানির পশুর হাট সংলগ্ন ভৈরব নদীর ঘাট থেকে গরু হাটে আসবে। তাই নদীর ঘাটসহ রাস্তা-ঘাটের আইন-শৃঙ্খলা এবং ব্যাপারীদের টাকা-পয়সার বিষয়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।	**বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ** ১। নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিত করার জন্য বালতি, মগ, চাটাই ইত্যাদি ক্রয় ও সামিয়ানা ভাড়া বাবদ ওয়ার্ড প্রতি বিগত বছরের ন্যায় ৬,০০০/-টাকা থেকে ৬,৫০০/-টাকা করে ৩১টি ওয়ার্ডে ভ্যাটসহ মোট ২,২৫,৪০০/-(দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার চারশত) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। ওয়ার্ড প্রতি ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ৩১ টি ওয়ার্ডে মাইকিং বাবদ ৩১,০০০/-(একত্রিশ হাজার) টাকা এবং এর সাথে সমগ্র কর্পোরেশন এলাকায় মাইকিং করার জন্য অতিরিক্ত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। ঈদের দিন বিকালের মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে ৩১টি ওয়ার্ডে ৩১টি ট্রাক বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪। খুলনা শহরে সর্বত্রে আইন-শৃংখলা বজায় রাখা এবং ব্যাপারীদের টাকা-পয়সার বিষয়ে নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ভেটেরিনারী দপ্তর, হিসাব বিভাগ, ও সকল ওয়ার্ড অফিস ভেটেরিনারী দপ্তর, হিসাব বিভাগ, ও সকল ওয়ার্ড অফিস পূর্ত বিভাগ ও কঞ্জারভেন্সি শাখা নিরাপত্তা শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৭। যে সমস্ত বিল বোর্ড এর বিজ্ঞাপন প্রচার কর বকেয়া আছে মামলার কারণে নতুন বা পুরাতন কোন হারে ধার্যকৃত বিল পরিশোধ করছে না বিধায় মূল্য পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত পত্র প্রদান করে বিল বোর্ড অপসারণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)**, কেসিসি, যে সমস্ত বিল বোর্ড এর বিজ্ঞাপন প্রচার কর বকেয়া আছে মামলার কারণে নতুন বা পুরাতন কোন হারে ধার্যকৃত বিল পরিশোধ করছে না বিধায় মূল্য পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত পত্র প্রদান করে বিল বোর্ড অপসারণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বলার অনুরোধ করেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার**, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাথে বিজ্ঞাপনী সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে মাত্র ৪/৫ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বা কোন তথ্য না থাকায় বকেয়া আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। বকেয়া আদায়ের চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করেও বহু প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা না থাকায় চূড়ান্ত নোটিশ ফেরৎ আসে। ফলে বিজ্ঞাপন বকেয়া কর বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় বাৎসরিক নবায়নের ক্ষেত্রে নতুন বিজ্ঞাপন দাতাদের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে চুক্তির আওতায় আনায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে, পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। যে সকল বিলবোর্ডের মালিকানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং বিলবোর্ডে কোন বিজ্ঞাপন নাই ও শহরের সৌন্দর্য্য ম্রিয়মান করছে, সে সকল বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে তাদের বরাদ্দ বাতিল করা যেতে পারে এবং এ সকল বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অপসারণ করে বকেয়া আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ আদালতে বিজ্ঞ আইনজীবির মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা করা যেতে পারে। এবং তদস্থানে বকেয়া আদায়ের স্বার্থে অন্য বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া মুজগুন্নি মহাসড়কে সোনাডাঙ্গা মোড় হতে বয়রা বাজার মোড় পর্যন্ত বাতিলকৃত ফরনেক্স এ্যাডঃ ফার্মের যে সকল বিজ্ঞাপন বোর্ড মিড আইল্যান্ডে বিদ্যমান সে সকল বিজ্ঞাপন বোর্ড এর মূল্যায়ন নির্ধারন করে বকেয়া বিল সমন্বয় করা যেতে পারে এবং উক্ত রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে অন্য যে কোন বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহামান্য আদালতে বিচারাধীন লীভ টু আপীল ৪৫০৯/২০১৮ মামলার কারণে খুলনা সিটি কর্পোরেশন দীর্ঘদিন বিজ্ঞাপন বকেয়া আদায় করতে পারছে না। আদালতে বিচারাধীন মামলায় কোন injunction অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা, status quo বা আদালতের কোন objervision নাই। তারপরও বিজ্ঞ আইনজীবি বিজ্ঞাপনী সংস্থার বিরুদ্ধে বকেয়া আদায়ে কোন সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করছে না বিধায় হাইকোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবিকে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য তাগিদ পত্র প্রদানে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভার বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতিনিধিগণ বলেন, খুলনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক,সামাজিক, ধর্মীয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপনের উপর শুভেচ্ছামূলক বিভিন্ন প্যানা, ফেষ্টুন, ব্যানার লাগান ফলে তারা বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিধায় বিজ্ঞাপন সংস্থা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং রাজনীতিবিদসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপনের বিষয় একটি নীতিমালা প্রণয়নের মতামত ব্যক্ত করেন।

(চলমান)

আলোচনা
জনাব রহিমা সুলতানা বুশরা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি বলেন, বকেয়া বিলের বিষয়ে গত ২০/০৫/২৫ তারিখে আলোচনা হয়েছে। সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত আছে বকেয়া না দিলে বোর্ড অপসারণ করা হবে। **জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খাঁন, কঞ্জারভেন্সি অফিসার**, কেসিসি বলেন, তার জানামতে বিজ্ঞাপন কর বাবদ ২৫ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে, যা আদালতে রীট করে বছরের পর বছর চলছে। মামলা দিয়ে তারা নতুন উদ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করছে। যারা কর্পোরেশনের রাজস্ব দিচ্ছে না, তারা মধ্য স্বত্বভোগী। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এষ্টেট অফিসার**, কেসিসি বলেন, ইতিমধ্যে বিল বোর্ড এর টাকা নিয়ে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর অধীনে একটি বিষয়ে শুনানী চলমান রয়েছে। বিজ্ঞাপন কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত লাইসেন্স শাখার বক্তব্য প্লানিং শাখা পরিমাপ করে বিজ্ঞাপন বিল ধার্য্য করে দেয়নি। বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের স্থান চিহ্নিত করে প্লানিং শাখা অনুমোদন দিবে এবং রাজস্ব বিভাগ বিজ্ঞাপন বিল আদায় করবে। তিনি বিষয়টি যাচাই করার জন্য প্লানিং শাখা, রাজস্ব বিভাগ ও অন্য একটি নতুন বিভাগের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, প্লানিং শাখা, প্রতিনিধি জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা এর সমন্বয়ে এবং কেসিসি'র সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। **জনাব উজ্জ্বল কুমার সাহা, ষ্টোর সুপার**, কেসিসি বলেন, বকেয়া বিলের টাকার পরিমাণ আলোচ্যসূচিতে উল্লেখ নেই। বিজ্ঞাপন বিল বাবদ ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকা কেন বকেয়া থাকবে এ বিষয়ে যাচাই বাছাই করার জন্য তিনি একটা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

(চলমান)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, রাজস্ব কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা, বলেন, গত মেয়রের সময় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তার নির্দেশনায় কি কি অনিয়ম হয়েছে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এর জন্য কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। **আইটি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম তুহিন** বলেন, সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের জন্য ১/২/৩ দিন বা ক্ষেত্র বিশেষে ১০/১৫ দিন সময় লাগে। বিকাশের মাধ্যমে যেভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয় ঐ একইভাবে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফি জমা নেয়া যেতে পারে। **প্রশাসক** বলেন, বিল রোর্ড বিষয়ে চলমান মামলায় নিয়োজিত কোন আইনজীবি মতামত দিতে না চাইলে অন্য আইনজীবি নিয়োগ দেয়া হবে। আইন উপদেষ্টার মতামত নিয়ে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে যাওয়া হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সে লক্ষ্যে সঠিকভাবে নথি উপস্থাপনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি এ বিষয়ে ৭ দিনের মধ্যে মতামত দাখিলের জন্য (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (২) চীফ প্লানিং অফিসার (৩) রাজস্ব কর্মকর্তা (৪) সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার (৫) এষ্টেট অফিসার ও (৬) আই.টি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম তুহিন এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করলে উপস্থিত সকলে উক্ত প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বিজ্ঞাপন বিল বোর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ ১। বিজ্ঞাপন বিল বোর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মতামত দাখিল করার জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত ঃ (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি — আহবায়ক (২) চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি- — সদস্য (৩) রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি- — সদস্য (৪) এষ্টেট অফিসার, কেসিসি — সদস্য (৫) আইটি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম তুহিন- সদস্য (৬) সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি- — সদস্য সচিব ২। বিল বোর্ড সংক্রান্তে আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ পূর্বক আইনী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্টদের সঠিকভাবে নথি উপস্থাপন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৮। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি) কর্তৃক ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ খরচের একটি অংশ কেসিসি হতে বহন করা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি) কর্তৃক ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ খরচের একটি অংশ কেসিসি হতে বহন করার সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন কেএমপি থেকে ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম-কে এ বিষয়ে বলার অনুরোধ করেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার**, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন ১০,০০০(দশ হাজার)টি ইজিবাইকের লাইসেন্স দিয়েছে কিন্তু এ শহরে প্রায় ৩০/৩৫ হাজার ইজিবাইক ও প্রায় কুড়ি হাজার ব্যাটারি চালিত রিক্সা চলেন। ইজিবাইক লাইসেন্সধারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা ছিল। সেই প্রজেক্ট বাতিল হওয়ার কারণে চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে খরচের একটি অংশ কেসিসি হতে বহন করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। তাদেরকে সাধুবাদ জানাই যে, তবে কেসিসি'র নিকট থেকে সঠিক মালিক ও চালকদের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে যথাযথ হতো। কেএমপি'র ডিসি (ট্রাফিক) জনাব সুদর্শন কুমার রায় প্রশিক্ষণ বাবদ খরচ (নাস্তা, ট্রেনিং ফি ইত্যাদিসহ) মোট ৩,৪৮,২৮৭/-(তিনলক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত সাতাশি) টাকার একটা প্রস্তাবনা দাখিল করেছেন। উক্ত প্রশিক্ষণ খরচ বাবদ একটা টাকা প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। ইজিবাইক চালকদের ডিজিটাল প্লেট, স্টীকার ও RFID কার্ড দেয়া হয়েছে। তাতে ইজিবাইকের সঠিক তথ্য দেয়া আছে। যানজট নিরসনে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ ইজিবাইকগুলো আটক বা ডিস্ট্রয় অথবা জরিমানার আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে একটি মত বিনিময় সভা আহবান করা যেতে পারে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, কেএমপি'র পক্ষে ডিসি (ট্রাফিক) সাহেবের দেয়া চিঠিতে লেখা আছে ৩,৪৮,০০০/-(তিনলক্ষ আট চল্লিশ হাজার) টাকা প্রশিক্ষণে খরচ হবে এবং কেএমপি'র নিজস্ব অর্থায়নে ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে। যদি প্রশিক্ষণ খরচ বাবদ তাদের টাকা দিতে হয় তবে উক্ত চিঠি পরিবর্তন করে আরেকটি আবেদন দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণ খরচ বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় কেসিসি প্রদান করবে। তিনি আরো বলেন, RFID কার্ডের মাধ্যমে চেক করে অবৈধ ইজিবাইক চলাচল বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ সংক্রান্তে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ডিসি (ট্রাফিক), ওজোপাডিকো প্রতিনিধি ও অধ্যক্ষ, সৈয়দা রেহানা ঈসা ও সিনিয়র লাইসেন্স অফিসারকে সদস্য-সচিব করে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন।

(চলমান)

আলোচনা

অতিঃ/যুগ্মকমিশনার এর পক্ষে প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার, কেএমপি, খুলনা বলেন, ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পরে পুলিশের কোন মূল্য ছিল না। পরবর্তীতে ডিসি (ট্রাফিক) জনাব সুদর্শন কুমার রায় খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকাকে যানজটমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। তিনি চিন্তা ভাবনা করে ইজিবাইকের বিভিন্ন তথ্য যেমন-৮টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে নাম, ঠিকানা,সংখ্যাসহ অন্যান্য তথ্য নিয়েছেন। তাদের কাছে ২০ হাজার ইজিবাইকের তথ্য আছে। ইজিবাইকের জন্য কোন ফান্ড নাই বিধায় নাস্তার টাকা বাবদ এবং কেএমপি'র অর্থায়নে চালকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন যানজট কেন হচ্ছে, কি জন্য তারা যানজট তৈরি করছে এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে যানজট নিরসন হবে তা প্রশিক্ষণে শিখানো হয়েছে। তাদের ২০ দিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, আরো হয়তো ২০দিন প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন হতে পারে। কেএমপি'র অর্থায়নে ৩,৪৮,২৮৭/-(তিনলক্ষ আট চল্লিশ হাজার দুইশত সাতাশি) টাকা খরচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, আরো কিছু টাকা খরচ লাগতে পারে বিধায় তার জন্য আবেদন করা হয়েছে। যানজট নিরসনে কেসিসি'র সহযোগিতা একান্ত কাম্য। কেসিসি এলাকায় ইমারত/ড্রেনের উন্নয়ন কাজের ম্যাটেরিয়ালস রাস্তার উপরে রাখার ফলে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সকলের সহযোগিতা ছাড়া যানজট নিরসন সম্ভব নয়।

জনাব ঝুমুর বালা, ডিএমডি, খুলনা ওয়াসা, খুলনা বলেন, খুলনা শহরে ক্যাপাসিটি অনুযায়ী কতগুলো ইজিবাইক বা রিক্সা চলবে তার একটা সংখ্যা নিরূপন করা দরকার।

জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি বলেন, ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ডিসি (ট্রাফিক), প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা এবং সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। ডিসি (ট্রাফিক) সাহেবের প্রদত্ত চিঠি একটু পরিবর্তন করে দিলে প্রশিক্ষণ খরচ বাবদ কেসিসি থেকে সাপোর্ট দেয়া যাবে মর্মে মতব্যক্ত করেন। ইজিবাইক বিষয়ে খুব শীঘ্রই একটা সভা করে কার্যপত্র তৈরি করা হবে।

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি বলেন,খুলনা শহরের ত্রুটিপূর্ণ পুরাতন, ঝুকিপূর্ণ রংবিহীন অটোরিক্সা ভরে গেছে। এছাড়া যেখানে সেখানে ঝুকিপূর্ণ অটোরিক্সা তৈরির ও বাজারজাত করণে শহরে প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটছে ও শহরের সৌন্দর্য্য ম্লান হচ্ছে। যানজট নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ বান্ধব যাতায়াতের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অটোরিক্সার নির্ধারিত ডানপাশ এস, এস, রড লাগানো, উপরের অংশ লাল, এর নীচের অংশ সবুজ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সোলার বা লিথিয়াম যুক্ত ব্যাটারী, ইনডিকেটর লাইট, ডিস্ক ব্রেকসহ পরিবেশ বান্ধব অটোরিক্সা বাজারজাতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে অটোরিক্সা পরিচালনার একটি নীতিমালা প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা, পরিচালক, সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন স্কুল, খুলনা বলেন, ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ যানজট নিরসনে ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এটা ভাল উদ্যোগ। এখন খুলনা শহরে অটোরিক্সার দূর্ঘটনা তেমন দেখা যায় না। তবে খুলনা শহরে যানজট নিরসন হয়নি। বড় বড় রাস্তার মোড়ে কিভাবে দাঁড়াতে হবে তার কোন প্রশিক্ষণ চালকদের নাই। তারা কিভাবে কন্ট্রোল করবে তা তারা বোঝে না। তারা রাস্তার মাঝখানে বা যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার উঠায় বা নামায়। প্রতিটি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে, যেমন-শিববাড়ি মোড়ে, খুলনা থানার মোড়ে, ডাকবাংলো মোড়ে, পাওয়ার হাউজ মোড়ে যানবাহন মোটেই কন্ট্রোল হয়নি। তাছাড়া খুলনা শহরে রাস্তা বেশি চওড়া না, উপরন্ত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালারা ফল ও কাপড়-চোপড় বিক্রি করে। এতে গাড়ি ও মানুষ চলাচলে অসুবিধা হয়। এগুলোর ব্যবস্থা করলে শৃংখলা বজায় থাকে এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে।

(চলমান)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রশাসক অবৈধ ইজিবাইক চলাচল বন্ধকরণ এবং ইজিবাইক চলাচলের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীসহ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমিটি গঠন এবং ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ বাবদ অতিরিক্ত খরচের টাকা ট্রাফিক বিভাগের পুনরায় আবেদন সাপেক্ষে কেসিসি'র তহবিল হতে প্রদান করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	**বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ** (১) ইজিবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ বাবদ অতিরিক্ত খরচের টাকা ট্রাফিক বিভাগের পুনরায় আবেদন সাপেক্ষে কেসিসি'র তহবিল হতে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) কেসিসি প্রদত্ত RFID কার্ডের মাধ্যমে চেক করে খুলনা শহরে অবৈধ ইজিবাইক চলাচল বন্ধকরণ এবং ইজিবাইক চলাচলের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ **কমিটি ঃ** (১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেসিসি- সভাপতি (২) প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি- সদস্য (৩) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি- সদস্য (৪) ডিসি (ট্রাফিক) সদস্য (৫) প্রতিনিধি, ওজোপাডিকো, খুলনা- সদস্য (৬) জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা. পরিচালক, সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন স্কুল, খুলনা- সদস্য (৭) সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি- সদস্য সচিব	রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগ রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৯। বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণ এবং রাস্তা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি** বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণ এবং রাস্তা উন্নয়নের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, গত সপ্তাহে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা খুলনায় এসে শহীদ সাকিব রায়হানের কবর জিয়ারত করেছেন। তাঁর সাথে প্রশাসক মহোদয়, জিআইজি ছিলেন। প্রশাসক মহোদয়ের নির্দেশনায় কেসিসি'র রাজস্ব ও পূর্ত বিভাগ প্রয়োজন মোতাবেক রাস্তা ও কবর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, রাজস্ব কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা,** কেসিসি বলেন, সাকিব রায়হানের কবর জিয়ারতের সময় তিনিও কবরস্থানে গিয়েছিলেন। তাই উল্লিখিত এজেন্ডা দেয়া হয়েছে। তিনি উক্ত কবরখানার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। একটা ডিজাইন অনুযায়ী মাননীয় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণ করার এবং রাস্তাটির সংস্কার করার আলোচনা হয়েছিল। **প্রশাসক** বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণের জন্য কবর পাঁকাকরণ এবং রাস্তা উন্নয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টাকে এ বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বসুপাড়া কবরস্থানে দাফনকৃত জুলাই'২৪ বিপ্লবের শহীদ সাকিব রায়হানের কবর সংরক্ষণের জন্য কবর পাঁকাকরণ এবং কবরখানার রাস্তা উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১০। কর আদায় শাখার দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে ০১(এক)টি ডিজিটালাইজড ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি কর আদায় শাখার দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে ০১(এক)টি ডিজিটাল ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বর্তমানে প্রশাসক মহোদয়ের আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য এ ধরণের এজেন্ডা সভায় আনা হয়েছে। **জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ),** কেসিসি বলেন, কর আদায় শাখার জন্য ডিজিটাল ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় করতে ১,৩৫,০০০/-(এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার প্রয়োজন হবে। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার**, কেসিসি বলেন, উল্লিখিত ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে বলেন, কিছু মেশিনের কালি বেশি খরচ হয় এবং কিছু মেশিনের কালি খরচ কম হয়। তাই কালি খরচ কম হয় এমন মেশিন ক্রয়ের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি উক্ত ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয়ে আরো কারো পরামর্শ গ্রহণ করে কালি খরচ কম হয় এমন মেশিন ক্রয়ের জন্য সহমত ব্যক্ত করেন। **প্রশাসক** মার্কেটে আরো যাচাই-বাচাই করে বর্ণিত ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কর আদায় শাখার দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে মার্কেট যাচাই-বাচাই করে ১,৩৫,০০০/-(এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে ০১(এক)টি ডিজিটাল ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও বিদ্যুৎ শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১১। কেসিসি'র ১-৩১ নং ওয়ার্ডের সড়ক বাতি ও কেসিসি'র সকল স্থাপনায় বৈদ্যুতিক কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মালামাল ক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি'র ১-৩১ নং ওয়ার্ডের সড়ক বাতি ও কেসিসি'র সকল স্থাপনায় বৈদ্যুতিক কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, এ বিষয়ে আরো যাচাই-বাছাই করে এষ্টিমেট দাখিল করলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র ১-৩১ নং ওয়ার্ডের সড়ক বাতি ও কেসিসি'র সকল স্থাপনায় বৈদ্যুতিক কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে আরো যাচাই-বাছাই করে এষ্টিমেট দাখিল করলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	পূর্ত বিভাগ
১২। কেসিসি'র ১-৩১ নং ওয়ার্ডের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাজের কম্পিউটার ও প্রিন্টারের মালামাল ক্রয় এবং কেসিসি'র সকল কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ল্যাপটপের রক্ষাণাবেক্ষন কাজের জন্য মালামাল ক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি'র ১-৩১ নং ওয়ার্ডের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাজের কম্পিউটার ও প্রিন্টারের মালামাল ক্রয় এবং কেসিসি'র সকল কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ল্যাপটপের রক্ষাণাবেক্ষন কাজের জন্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং আরো যাচাই-বাছাইসহ টাকার পরিমাণ নির্ধারণ ও এষ্টিমেট প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র ১-৩১ নং ওয়ার্ডের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাজের কম্পিউটার ও প্রিন্টারের মালামাল ক্রয় এবং কেসিসি'র সকল কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ল্যাপটপের রক্ষাণাবেক্ষন কাজের জন্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে আরো যাচাই-বাছাই ও এষ্টিমেটসহ টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	পূর্ত বিভাগ
১৩। কেসিসিতে স্থাপিত ডিজিটাল ডুপ্লিকেটিং মেশিন (রিসো) এবং ফটোকপিয়ার মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মালামাল ক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসিতে স্থাপিত ডিজিটাল ডুপ্লিকেটিং মেশিন এবং ফটোকপিয়ার মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ডিজিটাল ডুপ্লিকেটিং মেশিন (রিসো) এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মালামাল ক্রয়ে কত টাকা লাগতে পারে তার পরিমাণ না থাকায় যাচাই-বাছাই ও এষ্টিমেট করে টাকার পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক পরবর্তীতে দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসিতে স্থাপিত ডিজিটাল ডুপ্লিকেটিং মেশিন এবং ফটোকপিয়ার মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে আরো যাচাই-বাছাই ও এষ্টিমেট করে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১৪। বিবিধ-১	**প্রশাসক** সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৫ উপলক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি করার জন্য কেসিসি থেকে সব ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। যেমন-সামিয়ানা, চাটাই, বালতি, মগসহ সব খরচের টাকা দেয়া হবে। এরপর বর্জ্য অপসারণের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১টি ট্রাক পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ নিয়োজিত থাকবে। সাথে সাথে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দেয়া হবে। **জনাব কে এম এ জলিল, সভাপতি, শিক্ষক সমিতি,** খুলনা বলেন, জোড়াগেট কোরবানির পশুর হাটে জনগণের জন্য সেবামূলক কিছু একটা করা যায় তবে খুলনার মানুষ প্রশাসক মহোদয়ের নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকবে। সেখানে ৫% হারে হাসিল আদায় করলে গরু ক্রেতাকে ২/৩ হাজার থেকে শুরু করে ৭/৮ হাজার টাকা পর্যন্ত হাসিল দিতে হয়। সাধারণ মানুষের জন্য এটা একেবারে অসম্ভব ও কষ্টসাধ্য। তাই তিনি হাসিলের পরিমাণ কমিয়ে আনার অনুরোধ জানান। **জনাব গাজী সালাউদ্দিন, এস্টেট অফিসার**, কেসিসি বলেন, সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় এক দশক ধরে জোড়াগেট পশুর হাটে ৫% হারে হাসিল আদায় হয়ে থাকে। সাধারণ একটা গ্রামের পশুর হাটে ম্যানেজমেন্ট খরচ তেমন থাকে না এবং সেখানে তিন থেকে পাঁচ জন লোক ছোট টেবিল নিয়ে কালেকশন করে। জোড়াগেট পশুর হাটের সার্বিক ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত ও খরচ অনেক বেশি এবং প্রচুর জনবল নিয়োগসহ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। সমগ্র হাটটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আনতে হয়। তাছাড়া হাটের সামগ্রীক উন্নয়ন, রাস্তা-ঘাট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ হাট প্রস্তুত করতে প্রায় দশ কোটি টাকা জমা রাখা আছে। এ হাট পরিচালনায় বিরাট অংকের খরচ হয়। শহরের পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ীগেট এলাকায় বালুর মাঠেও ৫% হারে হাসিল আদায় করা হয়। এটা কেসিসি'র একটা সেবা। এখানে ৫০০ জনবল দিয়ে তিন শিফটে হাট পরিচালনা করা হয়। এ হাটে অনেক খরচ। তদুপরি নগরবাসীর কথা বিবেচনা করে ১% হারে হাসিল কমিয়ে দেয়ার জন্য তিনি প্রশাসক মহোদয়ের নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। **ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম তুহিন, সদস্য, খুলনা শিশু হাসপাতাল,** বলেন কোরবানির হাটে ৫% হারে হাসিল আদায় হয়। হাসিলের টাকা কোন কম নেয় না। বর্তমানে গরুর দাম অনেক বেশি। একটা গরু বর্তমানে ৮০/৯০ হাজার থেকে শুরু করে এক লক্ষ, দেড় লক্ষ বা ২/৩ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। গরু কেনার পর ৫% হারে হাসিল দিতে ক্রেতার অনেক কষ্ট হয়। সে কারণে তিনি উক্ত হাটে ৩% হারে হাসিল নেয়ার অনুরোধ করেন।

(চলমান)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি বলেন, পশুর হাটের হাসিল আদায়ের একটি বৃহৎ অংশ সরকারের বিভিন্ন কোষাগারে জমা প্রদান করতে হয় বিধায় পশুর হাটে হাসিলের টাকা না কমিয়ে বরং সেবাটা কিভাবে আরো সুন্দর করা যায় সেটার চিন্তা করা উচিত। **প্রশাসক** কোরবানির পশুর হাটে হাসিল আদায় সম্পর্কে সরকারি কোন গেজেট নাই। হাসিলের নির্ধারিত রেট অনুযায়ী একই হারে সকলের নিকট থেকে যৌক্তিকভাবে হাসিল আদায় করা যায়। কেসিসি'র কোরবানির পশুর হাট পরিচালনায় অনেক ব্যয় হয়ে যায়। তাই কেসিসির যাতে লস না হয় সে দিকে খেয়াল রেখে এবং খুলনা শহরের জনগণের কথা বিবেচনা করে তাদের সম্মানে হাসিলের টাকা পূর্বের ৫% হতে ১% কমিয়ে দেয়ার মতব্যক্ত করেন অর্থাৎ ঈদ উল আযহা-২০২৫ উপলক্ষে জোড়াগেট কোরবানির পশুর হাটে ৪% হারে হাসিল আদায় করার জন্য তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনার নগরবাসীর কথা বিবেচনা করে কেসিসি কর্তৃক পরিচালিত জোড়াগেট কোরবানির পশুর হাটে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৫ উপলক্ষে হাসিলের টাকা পূর্বের ৫% হতে ১% কমিয়ে দিয়ে ৪% হারে হাসিল আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, প্রকৌশল দপ্তরের অফিস সহায়ক মোঃ ফারুক হোসেন বিশ্বাস গৃহ নির্মাণ বাবদ ১,২০,০০০/-(এক লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা লোনের জন্য আবেদন করেছেন। বেতন থেকে মাসিক কিস্তি কর্তন করে নেয়ার শর্তে তাকে লোন দেয়া যেতে পারে। **প্রশাসক** বর্ণিত লোন প্রদানে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান প্রকৌশলী দপ্তরের অফিস সহায়ক মোঃ ফারুক হোসেন বিশ্বাস-কে মাসিক বেতন হতে কর্তন করার শর্তে গৃহ নির্মাণ বাবদ ১,২০,০০০/-(এক লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা লোন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
বিবিধ-৩	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, প্রধান কর নির্ধারক**, কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বিআইডিসি রোডে অবস্থিত ৩৪নং হোল্ডিং-এ হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ এবং ৩৫নং হোল্ডিং-এ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠান দুইটির পরিচ্ছন্নতা ও সড়ক বাতির রেট রিবেট বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। তিনি আরো বলেন, উক্ত দুটি মিলের ৮৭ একর জায়গার মধ্য হতে ৫০ একর জমি অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি হয়ে গেছে। তাই মিলের পক্ষ হতে কর পূনঃ নির্ধারণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তারা কেসিসিকে ৩০(ত্রিশ) লক্ষ টাকার চেক দিয়েছে। জুনের মধ্যে উক্ত টাকা পাওয়া যাবে। তাদের কাছে বাকি ৬৪(চৌষট্টি) লক্ষ টাকা কেসিসি পাবে। তার মধ্যে ৪,৮৫,০০০/-(চারলক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা রিবেট পাওয়ার জন্য কর পূন: নির্ধারণের আবেদন করেছে। **প্রশাসক** উল্লিখিত দুইটি মিলের পৌরকর পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে ১(এক) সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই কমিটি গঠনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন বিধায় নিম্নরুপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ **কমিটি ঃ** (১) সচিব, কেসিসি। (২) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি। (৩) কঞ্জারভেন্সি অফিসার, কেসিসি। (৪) সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), কেসিসি। (৫) জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা, পরিচালক, সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন স্কুল, খুলনা।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বিআইডিসি রোডে অবস্থিত ৩৪ ও ৩৫নং হোল্ডিংদ্বয় যথাক্রমে খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ এবং খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠান দুইটির পৌরকর পূনঃ নির্ধারণের বিষয়ে ১(এক) সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ **কমিটি ঃ** (১) সচিব, কেসিসি। (২) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি। (৩) কঞ্জারভেন্সি অফিসার, কেসিসি। (৪) সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), কেসিসি। (৫) জনাব সৈয়দা রেহানা ঈসা, পরিচালক, সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন স্কুল, খুলনা।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৪	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, প্রধান কর নির্ধারক,** কেসিসি বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় হতে গত ২২ মে ২০২৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫ (অংশ-৩)-১৩০ নং স্মারকে একটা পরিপত্র জারী হয়েছে। বিভাগীয় শহর এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মাষ্টাররোল শ্রমিক ৬০০/-(ছয়শত) টাকা করে পায়। বর্তমানে যেহেতু ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে মজুরি দেয়ার জন্য নতুন আদেশ হয়েছে সেহেতু খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব সেলিমুল আজাদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক),** কেসিসি বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত দক্ষ মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ধার্য্য করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিষদের ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা ধার্য্য করা হয়। ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রমিকের মজুরি পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকনিক্যাল পার্সন ও তাদের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে দক্ষ মাষ্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের মাসিক বেতন ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ধার্য্য করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** বলেন, মন্ত্রণালয় হতে শ্রমিকদের মজুরি পুনঃ নির্ধারণ করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। উল্লিখিত দৈনিক মজুরির হারে মাসিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। তিনি উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনার আলোকে নতুন ধার্য্যকৃত দৈনিক মজুরির হার সম্পর্কে কেসিসি'র আইন উপদেষ্টা ও ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস (ডিসিএ), খুলনা এর মতামত গ্রহণ পূর্বক পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি কেসিসি'র পূর্ত বিভাগে কর্মরত উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন ধার্য্যের বিষয়টি ১(এক) সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবিধি অনুবিভাগ, প্রবিধি-২ অধি শাখার গত ২২ মে ২০২৫ তারিখের ০৭.০০. ০০০০. ১৭৩. ৬৬. ০৫৯.১৫ (অংশ-৩)-১৩০ নং স্মারকের পরিপত্রের নির্দেশনার আলোকে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত "সাময়িক শ্রমিকদের মজুরি ৭৫০/-(সাতশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রদান সংক্রান্ত" বিষয়ে কেসিসি'র আইন উপদেষ্টা ও ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস (ডিসিএ),খুলনা এর মতামত গ্রহণ পূর্বক পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) কেসিসি'র পূর্ত বিভাগে কর্মরত মাষ্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের বেতন ধার্য্য করার বিষয়টি ১(এক) সপ্তাহের মধ্যে সমাধান হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৫	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি গত ১৬/০৫/২০২৫ তারিখ কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় চিত্রালী কিচেন মার্কেট, রূপসা শ্মশান ও বাস্তহারা সিটি বাইপাস সড়ক পরিদর্শনের জন্য ঢাকাস্থ উপ-প্রকল্প পরিচালক, সিনিয়র এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড সোশ্যাল সেভগার্ড স্পেশালিষ্ট ও সিনিয়র আর্কিটেক্ট প্রকল্প সাইট পরিদর্শনে আসায় হোটেল সিটি ইন লিঃ এ তাদের অবস্থানের বিল বাবদ ২৯,১৪৯/- (উনত্রিশ হাজার একশত উনপঞ্চাশ) টাকা কেসিসি'র সাধারণ তহবিল থেকে পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই বর্ণিত বিল পরিশোধের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৬/০৫/২০২৫ তারিখ কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় চিত্রালী কিচেন মার্কেট, রূপসা শ্মশান ও বাস্তহারা সিটি বাইপাস সড়ক পরিদর্শনের জন্য ঢাকাস্থ উপ-প্রকল্প পরিচালক, সিনিয়র এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড সোশ্যাল সেভগার্ড স্পেশালিষ্ট ও সিনিয়র আর্কিটেক্ট প্রকল্প সাইট পরিদর্শনে আসায় হোটেল সিটি ইন লিঃ এ তাদের অবস্থানের বিল বাবদ ২৯,১৪৯/- (উনত্রিশ হাজার একশত উনপঞ্চাশ) টাকা কেসিসি'র সাধারণ তহবিল থেকে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
বিবিধ-৬	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি গত ২০/০৫/২০২৫ তারিখ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর লোন রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের পর্যালোচনা জন্য কেসিসিতে আসায় খুলনা ক্লাব লিঃ এ তাদের আপ্যায়নের বিল বাবদ ১৪,৩৪০/- (চৌদ্দ হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা কেসিসি'র সাধারণ তহবিল থেকে পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই বর্ণিত আপ্যায়ন বিল পরিশোধের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২০/০৫/২০২৫ তারিখ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর লোন রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের পর্যালোচনা জন্য কেসিসিতে আসায় খুলনা ক্লাব লিঃ এ তাদের আপ্যায়নের বিল বাবদ ১৪,৩৪০/- (চৌদ্দ হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা কেসিসি'র সাধারণ তহবিল থেকে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
বিবিধ-৭	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি গত ২০/০৫/২০২৫ তারিখ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর লোন রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের পর্যালোচনার জন্য খুলনায় আসায় নগর ভবনের GIZ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় আপ্যায়ন বিল বাবদ ৩,৭৫০/- (তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা কেসিসি'র সাধারণ তহবিল থেকে পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই বর্ণিত আপ্যায়ন বিল পরিশোধের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২০/০৫/২০২৫ তারিখ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর লোন রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের পর্যালোচনার জন্য খুলনায় আসায় নগর ভবনের GIZ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় আপ্যায়ন বিল বাবদ ৩,৭৫০/- (তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা কেসিসি'র সাধারণ তহবিল থেকে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-৫১৬ তারিখ ঃ২৮ /০৫ /২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।

২। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

২৮/৫/২০২৫

মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-৫১৬(৭) তারিখ ঃ২৮ /০৫ /২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ.টু প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন